এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৭: সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

প্রশ্ন ▶১ নাসরিন সুলতানা একসময় বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরেছেন ১০ বছর হলো। এলাকার জনগণের ভালোবাসায় তিনি আজ ইউনিয়নের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু পরিবার ও বিভিন্ন মহল থেকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন পাচ্ছেন না। অপরদিকে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নারীদের দুরবস্থাও তাকে বিচলিত করে। তাই তিনি তাদেরকে নিয়ে কিছু উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করেন। *[চা. বো.; দি. বো.; য. বো.; সি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কত বছর মেয়াদী? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত শ্রেণির জন্য যে সামাজিক নীতি প্রযোজ্য তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. নাসরিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা হতে পারে তা সমাধানের উপায় বের কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদী।

খ সামাজিক নীতি হচ্ছে সেইসব নিয়ম-কানুন ও কর্মপন্থা যা কোনো সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নীতি একটি ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি মূলত সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ তথা মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি বা কৌশল, যা সরাসরি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শ্রেণি তথা নারীদের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত নারী উন্নয়ন। তাই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিতে নারীর উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যম হিসেবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সব ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এতে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কথাও বলা হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষ হিসেবে নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা; নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা রোধ করা। পাশপাশি নারীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রতি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে নাসরিন সুলতানা সম্প্রতি ইউনিয়নের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। সমাজের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নারীদের দুরবস্থা তাকে বিচলিত করে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যগুলো যথাযথ প্রয়োগে সার্বিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকের নাসরিন সুলতানার উন্নয়নমূলক কাজের। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে তা সমাধানের উপায় হিসেবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পনা একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানামুখী জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন— পরিকল্পনার অপূর্ণতা, জনগণের অংশগ্রহণের অভাব, বিশেষজ্ঞের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত সম্পদ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পরিকল্পনা প্রণয়নে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর অধিক নির্ভরতার কারণে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে জনগণকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

উদ্দীপকের নাসরিনও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নাসরিনকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাকে অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অভাব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আরেকটি বড় সমস্যা। এ জন্য তাকে পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের নাসরিন সুলতানা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে পারেন। এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' নামক রাষ্ট্রটি একটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশটি পুনর্গঠনের কাজে হাত নিয়ে সরকারকে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হলো। দেশটিতে জনবসতির ঘনত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। সাধারণ চাহিদা তো দূরের কথা, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করাই দেশটির সরকারের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলো।

[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশে বিদ্যমান যেকোনো একটি সামাজিক নীতির নাম উল্লেখ কর। ১

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সরকার সর্বাগ্রে যে সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নীতির বাস্তবায়ন না ঘটলে 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে যে ধরনের বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে তা নিরূপণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বিদ্যমান একটি সামাজিক নীতি হলো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১।

খ পরিকল্পনা বলতে কোনো লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সুশৃঙ্খল পদক্ষেপকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংহতভাবে বিস্তারিত ধারাবাহিক কার্যাবলির রূপরেখা অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্পসমূহ চিহ্নিত করাকে বোঝায়। এইচ. বি. ট্রেকারের মতে, পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনার ধারণা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে।

Teachingbd24.com

গ 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সরকার প্রথমে জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করতে পারে।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারি সামাজিক নীতিই জনসংখ্যা নীতি। দেশের আয়তন ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখাই এ নীতির মূল উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় জনসংখ্যা নীতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রটি সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দেশটি পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে সরকার বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। দেশের জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণেও সরকার হিমশিম খাচ্ছে। এর ফলে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারকে প্রথমেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করতে হবে। কারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রে উক্ত নীতি অর্থাৎ জনসংখ্যা নীতির সঠিক বাস্তবায়ন না ঘটলে তা ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি।

জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এর ফলে প্রজনন হার অনেকাংশে হ্রাস পায়। এ কর্মসূচি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ নীতির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হয়। এর ফলে তারা এ সব বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রে যদি এ কর্মসূচিটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে 'ক' দেশটিতে আরো অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। দেশটি মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পূরণে ব্যর্থ হবে। দেশটিতে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশটি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় 'ক' দেশটিতে জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়ন না ঘটলে দেশটিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলাদেশে ২০১১ সালে একটি সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৯; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি কবে প্রণীত হয়? ১

খ. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মহিলাদের অধিকার রক্ষায় উক্ত সামাজিক নীতির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রণীত হয় ২০১০ সালে।

খ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়নমূলক সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

সরকারিভাবে নির্দিষ্ট ৫ বছরে কী কী নীতি-কৌশল অনুসরণ করে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গৃহীত হবে তার সামগ্রিক রূপরেখা থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যভিত্তিক নির্দেশনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই হলো নারী। এই নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ ও ২০০৮ সালে এই নীতি সংশোধিত হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে সর্বশেষ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য হলো মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে এ বিষয়গুলোই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নীতি অনুসারে সরকার জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। পাশাপাশি রাজনীতিতে অধিক হারে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখতে সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে। প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ঘটিয়ে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য।

ঘ মহিলাদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই নারী। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১তে নারীদের অধিকার রক্ষার যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রোধ, ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, নির্যাতন রোধে আইন প্রণয়ন, চাকরিতে কোটার সুযোগ প্রভৃতি মহিলাদের অধিকার রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী। এই নীতিতে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নারীদের জন্য সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। তারা এখন জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। তাছাড়া নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের বিলোপ সাধনেও সরকারের আলোচ্য নীতি সুস্পষ্ট নির্দেশনাও প্রদান করেছে। সর্বোপরি নারীর অধিকার রক্ষায় এই নীতিটির অবদান অসামান্য।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে নারীদের অধিকার ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানবতার বিকাশ, জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানকারী মননশীল, যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক, কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সাফল্য অর্জন করেছে। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কোন সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ কীভাবে যুগোপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

Teachingbd24.com

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সর্বপ্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৭ সালে এবং সর্বশেষ প্রণীত হয় ২০১১ সালে।

খ নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ বাস্তবায়নের একটি মুখ্য কৌশল।

গ্রাম থেকে শহরে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে স্থানান্তরের প্রবণতা পরিকল্পিত নগরায়ণের অন্তরায়। এ কারণে নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রামে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে জীবনমান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবধানও কমিয়ে আনতে হবে। নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য এ বিষয়গুলোর ওপরই জোর দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। সুশিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি কখনও উন্নতি করতে পারে না। এ কারণে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও এর মান বিকাশে সর্বশেষ ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এর আলোকে গৃহীত সরকারের পদক্ষেপগুলোই উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়েছে।

দেশপ্রেমিক, কর্মকুশল ও সুশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এ পদক্ষেপসমূহ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে এতে দেশের আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষানীতিতে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত কাঠামোবদ্ধ বা সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রায়োগিক করার চেষ্টা করছে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সরকারের দেশগঠনে অবদান রাখতে পারে এরকম শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক ও দক্ষ নাগরিক-গোষ্ঠী গড়ে তুলতে আন্তরিক। এজন্যই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের দিকটি এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানে জোর দেওয়া হয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠছে, যারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষভাবে অবদান রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষাখাতে সরকারের চলমান পদক্ষেপসমূহ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে দেশে মানবসম্পদের উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন আসবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ টিভিতে 'মিনা কার্টুন' দেখছিল তুতুল। সে দেখলো মিনা এবং রাজু দুই ভাই-বোনই সারাদিন পরিশ্রম করেছে। কিন্তু রাতে যখন তারা খেতে বসল তখন মিনার মা রাজুকে যে খাবার দিল মিনাকে দিল তার অর্ধেক খাবার। এই দৃশ্য দেখে মিনার পোষা টিয়া মিঠু মিনাকে রাজুর মত বেশি খাবার দিতে বলল। তখন মিনার দাদি বলল, ছেলেদের একটু বেশি খাবার, বেশি পুষ্টির দরকার, কারণ তারা বেশি কাজ করে। কিন্তু টিয়া পাখি মিনার দাদির ধারণাটিকে ভেঙে দিয়ে বলল, মিনাও রাজুর থেকে কম কাজ করে না। দুজনার কাজেরই গুরুত্ব রয়েছে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ কত বছর হয়? ১

খ. বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর কোন বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির-২০১১ এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সাধারণত ১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের হয়।

খ নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষা নীতিতে ধর্ম ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং চরিত্র গঠন। ধর্ম শিক্ষা যাতে কতিপয় আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়, সেদিকে নজর দিয়েই ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কন্যা শিশু হিসেবে মিনার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা নারীর বা কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যকে তুলে ধরে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ তে বলা হয়েছে, পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করতে হবে এবং কন্যা শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন— খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

উদ্দীপকের ঘটনাটি আমাদেরকে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করার শিক্ষা দেয়। তাছাড়া রাজুর খাদ্যের চাহিদার চেয়ে মিনার চাহিদাও যে কম নয় সে ধারণাটিও আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। স্বাস্থ্যসেবা কিংবা পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা মেয়ে-ছেলে উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্ব বহন করে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জাতীয় নারী নীতি-২০১১ তে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য পরিহারের বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের ঘটনায় তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ জাতির সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে- জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা, সকল

Teachingbd24.com

স্তরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি। এছাড়াও নারীর স্বার্থবিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করা, নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসন করা, নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা, নারীর চাহিদা পূরণ করা, নারীর অবদানের স্বীকৃতি দান করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা প্রভৃতি।

উদ্দীপকের ঘটনাটিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ২০১১-এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। উদ্দীপকে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের আংশিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি সামগ্রিক বৈষম্য দূরীকরণসহ নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নসহ আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। যেগুলো নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর অন্যতম লক্ষ্য। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে নারী উন্নয়নে নীতি ২০১১-এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। এই উদ্দেশ্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ প্রতিফলিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় এখানে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

প্রশ্ন ▶ ৬ সুশান্ত রূপনগরের একজন কৃষক। জমিতে চাষাবাদের ফলে সে বছর শেষে কয়েকশত কেজি ধান, আলু আর অন্যান্য সবজি পেত। কিন্তু বর্তমানে সেই জমিটি ভরাট করতে চলেছে পরিবারের বাড়তি সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করতে। সুশান্তের এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করে এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বললেন, কৃষি জমি এভাবে নষ্ট না করে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করো। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি কবে প্রণীত হয়? ১

খ. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতির কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়।

খ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়নমূলক সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

সরকারিভাবে নির্দিষ্ট ৫ বছরে কী কী নীতি-কৌশল অনুসরণ করে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গৃহীত হবে তার সামগ্রিক রূপরেখা থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যভিত্তিক নির্দেশনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রধান উদ্দেশ্যের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যাধিক্য এ দেশের জন্য একটি প্রধান সমস্যা। এ কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি-২০১২-এ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এ বিষয়টিই উদ্দীপকের ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে জনসংখ্যার বাড়তি চাপের ফলে সৃষ্ট একটি সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কৃষক সুশান্ত তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমি ভরাট করে বাসস্থান নির্মাণ করতে চাচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশান্তকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্যও এটি। জনসংখ্যা নীতিতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২% এ উন্নীত করে মোট প্রজনন হার ২.১ এ হ্রাস করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার ১(NRR=1) অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এজন্য পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। আর এ সকল লক্ষ্যমাত্রা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যমাত্রারই ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিবেচনায় যথার্থ।

জনসংখ্যাধিক্য বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা। আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী আয়তনে ছোট এই দেশটির জনসংখ্যার বর্তমান ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর কারণে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে এই সমস্যার সমাধানই বর্তমানে আমাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ।

উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, পরিবারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে সুশান্তের মতো কৃষকেরা আরও বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে ইতোমধ্যেই অনেক পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে কৃষকেরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রার মান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। শুধু কৃষকেরা নয়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিনিয়ত এর কুফল ভোগ করছে। এ কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট বিধান ও সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টিই বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ায় তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব শফিক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে উপসচিব পদে কর্মরত। তার দায়িত্ব সামাজিক নীতি প্রণয়নে মানুষের চাহিদাগুলো চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে উপকমিটি গঠনপূর্বক খসড়া নীতি প্রণয়ন যা পরবর্তী সময় চূড়ান্ত নীতিতে রূপ নেয়। আবার নীতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ যেমন-রাজনৈতিক প্রভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, দক্ষ কর্মীর অভাব, অর্থ বরাদ্দের অভাব ও ঘন ঘন প্রশাসনিক রদবদল ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকাও তার অন্যতম দায়িত্ব। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কত সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের যেসব ধাপ উল্লেখ রয়েছে সেগুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

Teachingbd24.com

খ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে ১০-২০ বছর ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদাহরণ হিসেবে 'ভিশন-২০২১' এর উল্লেখ করা যায়। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদি এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অসমতা হ্রাস এবং সামাজিক বঞ্চনা হতে জনগণকে রক্ষা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কমিটি গঠন, খসড়া নীতি প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন এবং নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন ধাপগুলো উল্লেখ রয়েছে।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন একটি বহুমুখী ও জটিল প্রক্রিয়া। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হলো নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ, বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকরী কমিটি গঠন, সামাজিক জটিল অবস্থা বিশ্লেষণ, পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি প্রণয়ন, পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি চূড়ান্ত প্রণয়ন, জনগণের সমর্থনের আনুমাণিক ব্যবস্থাকরণ, নীতির অনুশীলন চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন ও মূল্যায়ন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব শফিক মানুষের চাহিদা চিহ্নিত করে নীতি প্রণয়নের ধাপগুলো অনুসরণপূর্বক চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন করেন। মূলত নীতি প্রণয়নের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত। প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবার পর নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আর্থিক দায়িত্ব পালনে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর কমিটি নির্দিষ্ট নীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ করে। কমিটি কর্তৃক গৃহীত মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতি উপস্থাপিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অনুমোদন পায়। এরপর জনগণের সমর্থনের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ খসড়া নীতি পরীক্ষামূলক অনুশীলনের পর ইতিবাচক হলে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। উদ্দীপকেও উক্ত বিষয়গুলোর নির্দেশনা রয়েছে। যা সামাজিক নীতি প্রণয়নের সফলতার জন্য মেনে জরুরি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্যণীয় যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অন্যতম সমস্যা।

'সামাজিক নীতি' সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন পর্যায় জটিল ও কঠিন। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, জনগণের অংশগ্রহণের অভাব, সমন্বয়হীনতা, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, দক্ষ কর্মীর অভাবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, অর্থ বরাদ্দের অভাব, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে নীতি ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। নীতি বিশেষজ্ঞের অভাব দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সংকট, সহাবস্থানের অভাব, দেশপ্রেমের অভাবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়। বৈদেশিক অর্থ নির্ভরতা সামাজিক নীতিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। মাঠ পর্যায়ে দক্ষ কর্মীর অভাবে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়। এছাড়া ঘন ঘন প্রশাসনিক রদবদল ও প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা সমস্যা সৃষ্টি করে। উক্ত সমস্যাগুলো সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে আলোচিত কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে, যা সামাজিক নীতি জনগণের নিকট কার্যকরভাবে পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশে ২০১১ সালে একটি সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো একটি বিশেষ শ্রেণির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি কবে প্রণীত হয়? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ শ্রেণির অধিকার রক্ষায় উক্ত সামাজিক নীতির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮.নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

খ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে ১০-২০ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদাহরণ হিসেবে "ভিশন-২০২১" এর উল্লেখ করা যায়। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অসমতা হ্রাস এবং সামাজিক বঞ্চনা হতে জনগণকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানবতার বিকাশ, জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানকারী মননশীল, যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে, সরকার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সাফল্য অর্জন করেছে।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সর্বশেষ শিশু নীতি কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কোন সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১১ সালে সর্বশেষ শিশুনীতি প্রণীত হয়।

খ পরিকল্পনা বলতে কোনো লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সুশৃঙ্খল পদক্ষেপকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংহতভাবে বিস্তারিত ধারাবাহিক কার্যাবলির রূপরেখা অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্পসমূহ চিহ্নিত করাকে বোঝায়। এইচ. বি. ট্রেকারের মতে, পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনার ধারণা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১০ জনাব শফি একজন সরকারি কর্মকর্তা। শিশুকল্যাণের স্বার্থে শিশুশ্রম বন্ধ করার উপায় নির্ণয় করার জন্য জনাব শফিকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। তিনি ও তার কমিটি পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিবেচনাপূর্বক খসড়া ও দিক-নির্দেশনা তৈরি ও অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে সামাজিক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কতসালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কোন সামাজিক নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয় ২০১১ সালে।

খ সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

শিশুরাই আগামী প্রজন্মের কর্ণধার। শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার ওপরই একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এর প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছে যার আলোকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিজ নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার শিশু নীতি সময়োপযোগী ও আধুনিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০১১ সালে তা প্রণয়ন করে। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শফি একজন সরকারি কর্মকর্তা। শিশুকল্যাণের স্বার্থে শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য তার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতি তৈরি করে। পরবর্তীতে খসড়া নীতিটি সামাজিক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। উল্লিখিত নীতিটি শিশুকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়। জাতীয় শিশু নীতিও শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় শিশু নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু নীতির কার্যকারিতা অপরিসীম।

শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন শিশুশ্রম বন্ধ করা। জাতীয় শিশু নীতিতে শিশুশ্রম নিরসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি কর্মকর্তা শিশু কল্যাণের জন্য শিশুশ্রম বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানটি শিশু উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেন। এ নীতিটি শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। শিশুশ্রম বন্ধে জাতীয় শিশু নীতির পদক্ষেপসমূহ হলো— শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুকে যেন কোনো ধরনের অসামাজিক বা অমর্যাদাকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। কর্মস্থলে দৈনিক কর্মঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকালীন শিশু কোনো ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে নিয়োগ কর্তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্মে বা অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শিশুদের প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত থাকতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতা-মাতাকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও ভাতা প্রদান করতে হবে। শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতা-মাতা, সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶১১ সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারিয়ে রবিন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ঠাঁই খুজে না পেয়ে একটি গ্যারেজে দৈনিক ৩০ টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছে। দৈনিক ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করে সে। যে টাকা উপার্জন করে তা দিয়ে নিজের দুবেলা আহারের সংস্থান করাও তার জন্য কষ্টের হয়ে যায়। অসুস্থতার সময়ও মালিক তাকে দিয়ে জোর করে কাজ করায় এবং কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। মালিকের অসচেতনতা এবং আইনের প্রয়োগহীনতার জন্যই রবিন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কবে পাস হয়? ১

খ. সামাজিক নীতির ২টি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর কোন দিকগুলোর ব্যত্যয় ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রবিনের মতো শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারি বলে তুমি মনে কর? তোমার মত উপস্থাপন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ সালে পাস হয়।

খ সামাজিক নীতির ২টি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা এবং সামাজিক উন্নয়ন।

সামাজিক সমস্যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসকল সমস্যা দূর করার জন্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। উন্নয়নমুখী সামাজিক নীতির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। কর্মসংস্থান নীতি, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, সমাজকল্যাণ নীতি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর অন্তর্গত মূলনীতি-১. বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মূলনীতি-২. শিশুর দারিদ্র্য বিমোচনের দিকগুলোর ব্যত্যয় ঘটেছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুযায়ী শিশুর সর্বোত্তম উন্নয়নের লক্ষ্যে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে এবং শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োগ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তার কর্মঘণ্টা ৫-৭ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, কাজের ফাঁকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে, তাকে দিয়ে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ও অসামাজিক কাজ করানো যাবে না, শিশু কর্মকালীন অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার বিনিময়ে মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

উদ্দীপকে ১০ বছর বয়সী রবিনকে কর্মক্ষেত্রে দৈনিক মাত্র ৩০ টাকার বিনিময়ে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এমনকি মালিক তাকে দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করায় এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। তাই বলা যায়, রবিনের মালিকের মনোভাব জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর মূলনীতির পরিপন্থি।

ঘ উদ্দীপকের রবিনের মতো শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারি।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিশু রবিনের ক্ষেত্রে এ নীতির দুটি দিক ব্যত্যয় ঘটেছে। তাই রবিনের মতো শিশুর অধিকার রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে 'শিশুদের জন্য ন্যায়পাল' নিয়োগ করতে হবে, যিনি তাদের অধিকার ও কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে ভূমিকা পালন করবে। শিশু অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটির মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য সর্বোত্তম উন্নয়ন ও সুরক্ষা, শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি উদ্যোগকে সুসংহত ও আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশুনীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। শিশু বিষয়ক তথ্যাদির প্রয়োজনীয় ম্যাপিংসহ একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত কৌশলগুলো সঠিকভাবে অবলম্বন ও বাস্তবায়ন করা গেলেই সর্বক্ষেত্রে রবিনের মতো সকল শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ বগুড়া জেলার ডিসি রফিকুল ইসলাম তার জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি একটি সমুন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বছর না হতেই তিনি বদলি হয়ে যান। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে জনাব করিম অতীতের সব পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. সামাজিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রফিকুল ইসলাম পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তা সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যাতীত সম্ভব নয়। সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কাজ করার পূর্বে সে সম্পর্কে যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা।

খ বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে সুশৃঙ্খল কর্ম পদ্ধতিকে সামাজিক পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক পরিকল্পনা। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, 'সামাজিক পরিকল্পনা হলো পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠন এবং যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।' অর্থাৎ সামাজিক পরিকল্পনা হলো মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবণতার বাইরে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক দূরদর্শিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা। এরূপ দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন ব্যতীত মানুষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। অনেক সময় সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপযুক্ত ও যোগ্য কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির অদূরদর্শিতা এবং অক্ষমতা সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় জনগণের অনুভূত ও প্রয়োজনগুলো বিবেচনা না করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণ সহযোগিতা না করে বিপক্ষ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সমস্যা হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ঘন ঘন বদলি হওয়া। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময় থাকতে পারেন না। যার কারণে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকে বগুড়া জেলার ডিসি রফিকুল ইসলাম জেলার উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বছর যেতেই তিনি বদলি হয়ে যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন জনাব করিম। তিনি রফিকুল ইসলামের সব পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটা মূলত বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যার প্রকৃত চিত্রকে ধারণ করেছে। আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলির কারণে কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। আর গ্রহণ করলে সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

https://teachingbd24.com

ঘ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান থাকা আবশ্যক বিধায় উদ্দীপকে রফিকুল ইসলাম পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তা সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়।

উন্নয়ন কৌশল নির্ণয়, লক্ষ্যদল চিহ্নিতকরণ এবং দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনায় সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করে সমাজকর্মীগণ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদদের সচেতন করে উন্নয়নকে বাস্তবমুখী করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। পরিকল্পনা প্রণয়নবিদ, বাস্তবায়নবিদ এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীগণ সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্য রোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

অনেক সময় যথাযথ ধারণা, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে জনগণ নিজের ও সমাজের অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারেন। পেশাদার সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমাজকর্মীগণ জনগণকে তাদের সমস্যা, সম্পদ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে রফিকুল ইসলাম পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করছেন তা বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যতীত কোনো সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ প্রেক্ষাপট-১ শিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধান এবং অধিকার আদায় ও উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

প্রেক্ষাপট-২ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, কল্যাণ, অধিকার আদায় ও উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা পথপ্রদর্শক ও নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. রিচার্ড টিটমাসের সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সামাজিক নীতিকে পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার বলা হয় কেন? ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ গৃহীত ব্যবস্থা নারীদের প্রতিভা ও সৃজনশীল মনোভাব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিচার্ড টিটমাস বলেন, "সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার সমষ্টিগত বা যৌথ কৌশল হলো সামাজিক নীতি।

খ সামাজিক নীতি সমাজের সার্বিক পরিবর্তনে তথা সমাজের উন্নয়নে খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে একে সমাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার বলা হয়।

সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সামাজিক নীতি বিশেষ ভূমিকায় ক্রিয়াশীল। সামাজিক নীতি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করে সমাজের ধারাবাহিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এজন্য বলা হয় সামাজিক নীতি হলো পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার।

গ প্রেক্ষাপট-১ এ জাতীয় শিশু নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতি ও দেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের সব শিশুকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে। জাতিসংঘের এই শিশু অধিকার সনদের আলোকে বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে সর্বশেষ ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এ বলা হয়েছে, শিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধান ও অধিকার আদায় ও উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। উদ্দীপকের এই তথ্যটি উপরে বর্ণিত জাতীয় শিশুনীতির সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট-১ এ জাতীয় শিশুনীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ দ্বারা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে যা, নারীদের প্রতিভা ও সৃজনশীল মনোভাব বিকাশে ভূমিকা রাখছে।

নারীদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় উন্নয়ন নীতিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী। এই নীতিতে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নারীদের জন্য সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। তারা এখন জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। এভাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে। ফলে নারীরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হতে পারছে। কর্মক্ষেত্রে তারা তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী শিক্ষার অধিকার পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তারা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছে।

উদ্দীপকে প্রেক্ষাপট-২ এ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, কল্যাণ, অধিকার আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে নির্দেশ করছে। আর এ নীতি উপরোল্লিখিতভাবে নারীর প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, নারীর সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব কদম আলী জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিদেশে যাবার নিয়তে জমি বিক্রি করে এজেন্সিকে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতারক চক্রে পড়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি আত্মসচেতন হয়ে কিছু প্রশ্ন সামনে রেখে কাজে নেমে পড়েন অর্থাৎ কোন কাজ কেন, কার দ্বারা, কখন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে তার একটি ছক তৈরি করে কাজ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে নীতি ও কৌশল প্রয়োগের সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত প্রচেষ্টা এবং ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। আর এর মধ্যে কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয় বলে ধরে নেয়া হয়। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ADP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়? বুঝিয়ে বল। ২

Teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তির সাথে তোমার মতামতের সম্পর্ক আছে কি? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ADP-এর পূর্ণরূপ হলো Annual Development Programme.

খ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান, পশ্চাদপদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা যায়।

আমাদের দেশে আর্থিক সমস্যার কারণে প্রাথমিক ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এ সমস্যা রোধে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান, উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে উৎসাহী করতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন— ক্রীড়া শিক্ষা, কলা চর্চা, স্কাউট প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের পরিকল্পনা বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিকল্পনা মূলত কোনো প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনের পূর্বপ্রস্তুতি। তাই কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সুচিন্তিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করাকেই পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ, কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন কাজ করতে হবে এবং কাজটি কখন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে তা নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা। উদ্দীপকে এই বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কদম আলী বিদেশে যাওয়ার জন্য এজেন্সিকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হন। পরবর্তীতে তিনি আত্মসচেতন হন এবং কোনো কাজ করার আগে কাজটি কেন, কার দ্বারা, কখন, কোথায় কীভাবে করবেন তা ঠিক করে একটি ছক তৈরি করেন। তার এই কাজটি উপরে বর্ণিত পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের পরিকল্পনা বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমেই কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়— বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্বনির্ধারিত প্রতিচ্ছবি। বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আলোকে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ফলে কোনো কাজ কে, কেন, কীভাবে, কখন, কোথায় করবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকে। উক্ত কাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেটি সম্পর্কে পূর্বেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এতে যেকোনো কাজ করা সহজ হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়, একটি উত্তম পরিকল্পনা মানেই কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়ে যাওয়া।

উদ্দীপকে কদম আলী বিদেশ যাওয়ার জন্য এজেন্সিকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হন। এরপর তিনি যেকোনো কাজ করার আগে কাজটি কার দ্বারা, কেন, কীভাবে, কোথায়, কখন করবেন সে সম্পর্কে ছক তৈরি করেন যা পাঠ্যবইয়ের পরিকল্পনা বিষয়টিকে নির্দেশ করে। আর উদ্দীপকের শেষাংশে বলা হয়েছে যে এর মাধ্যমেই কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত উত্তম পরিকল্পনার কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকায় উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করলে যেকোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রেশমাদের দক্ষিণখান এলাকায় সরকার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের নীতির অংশ এটি। তাদের এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছেন।

[সিদ্ধিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মেয়াদ কত দিনের হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের উক্ত নীতির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা সাধারণত এক বছর বা তার নিচের সময়কালের জন্য প্রণীত হয়।

খ সামাজিক নীতি হচ্ছে সেইসব নিয়ম-কানুন ও কর্মপন্থা যা কোনো সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নীতি একটি ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি মূলত সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ তথা মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি বা কৌশল, যা সরাসরি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি-২০১২ এর প্রতিফলন দেখা যায়।

বাংলাদেশ বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২%-এ উন্নীত করে মোট প্রজনন হার ২.১-এ হ্রাস করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার ১ অর্জন করা এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের রেশমাদের এলাকায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে পরিকল্পনাকর্মীর কাজ জনসংখ্যা নীতি-২০১২ কে নির্দেশ করে। পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতিকে এনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নগর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকে উক্ত বিষয়গুলোর অংশ বিশেষ দৃশ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি-২০১২ জনসংখ্যা বিষয়ক সার্বিক কর্মসূচি গতিশীল ও সফল করতে উদ্দীপকের মাতৃ ও শিশু উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর রূপকল্প। পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুর উন্নয়নকে গতিশীল ও কার্যকর করতে এ নীতিতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কাউন্সেলিং সেবাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, রেশমাদের এলাকায় মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় মাতৃ ও শিশু ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের বাইরে নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে লিঙ্গবৈষম্য নিরসনে কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিলম্বে বিয়ে ও যথেষ্ট বিরতিতে সন্তান নেয়ার পক্ষে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ নীতিতে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশু উন্নয়ন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে বাংলাদেশ সরকার এ নীতি প্রণয়ন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলা; বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশের সরকার একটি নীতিমালা প্রনয়ন করেন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতির বিশেষ দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে লেখ। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিকল্পনা হলো কোনে প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনের পূর্ব প্রস্তুতি।

খ কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়নে প্রথমেই নীতি প্রণয়নের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়। এরপর নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে খসড়া নীতি প্রণয়নের জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালনে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর নীতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করে খসড়া নীতি প্রস্তুত করা হয়। খসড়া নীতি অনুমোদিত হলে জনসমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে খসড়া নীতি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন নীতি প্রণয়নে সর্বশেষ পর্যায়। পরবর্তীতে নীতিটি সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিটি হলো নারী উন্নয়ন নীতি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি।

উদ্দীপকে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশ সরকারের একটি নীতির কথা বলা হয়েছে। নীতিটি হচ্ছে নারী উন্নয়ন নীতি। এ নীতির অন্যতম বিশেষ দিক হলো সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা। নারী পুরুষের বৈষম্য নিরসন করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা। নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূর কররা। নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা। নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

ঘ নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নারী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ। তা না হলে নীতিটির সঠিক বাস্তবায়ন ঘটবে না। নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামোগুলোর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে। এর প্রেক্ষিতে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাস পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সরকার উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রোকেয়া দিবস উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ফারিহা জামান। সেই অনুষ্ঠানে একজন নারী বক্তা বলেছিলেন, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। আমরা স্রষ্টার সৃষ্টি মানবজাতির অর্ধেক অংশ। আমরাও সবার সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। এজন্য প্রয়োজন সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা। ফারিহা বক্তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করলেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কার নেতৃত্বে সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপটি উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে সামাজিক নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে সেই নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

খ সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপটি হচ্ছে নীতি প্রণয়নে যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।

কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করতে হলে সে বিষয়টি প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে। পরবর্তীতে জনগণের অনুভূত চাহিদার প্রেক্ষিতে নীতির ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়। নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা শুধু সরকারের দিক থেকে নয় বরং জনগণের চাপ ও প্রত্যাশাকে ঘিরেও গড়ে উঠতে পারে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'আমরা মানবজাতির অর্ধেক অংশ' লাইনটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই হলো নারী। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২০০ জন। এর মধ্যে ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৮১৪ জন নারী এবং নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০ ঃ ১০২। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত নারীদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে নারী উন্নয়ন নীতিতে কিছু সংশোধন এনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা হয়নি। সর্বশেষ বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকের উল্লিখিত লাইনটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ তার সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সৃষ্টি এই নীতির মূল লক্ষ্য।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ তাদের ক্ষমতায়ন সৃষ্টি।

উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো অর্জিত হলে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীর এ ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়নকে নির্দেশ করে। নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর নারী উন্নয়ন নীতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। নারীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তাকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলাও নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য। আর এ নারীর স্বাবলম্বীতা অর্জন নারী উন্নয়ন নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পারিবারিক ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী উন্নয়ন নারীর সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তাদের কর্মস্বাধীনতার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে নারীরা সহজেই দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে তাদের কর্মস্পৃহাকে জাগ্রত করা হচ্ছে। ফলে নারীরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রমাণের প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়নেও অবদান রাখছে। সর্বোপরি নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ নারীকে কর্মোপযোগী করে তুলছে, যা তাদেরকে কাজের জন্য উপযুক্ত করছে।

নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে সহায়তা করা বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির অন্যতম লক্ষ্য। তাই উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এসব লক্ষ্যার্জনের প্রচেষ্টা নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বাংলাদেশ সরকার দেশকে ডিজিটাল করা, দারিদ্র্যমুক্ত করা, অসমতা হ্রাস, দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১০ সাল থেকে ২০২১-মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু নিজস্ব সম্পদের অভাব, বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা, জনগণের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে সরকারের অনেকেই মনে করেন।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সামাজিক নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পরিকল্পনার কোন শ্রেণি বিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কি আমাদের মত দেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Policy।

খ স্বল্প সময়ের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এ ধরনের পরিকল্পনাকে বিভক্ত করা হয়েছে। সাধারণত এক থেকে তিন বছর সময়কালের মধ্যে নির্ধারিত উন্নয়নের খাত বা প্রকল্পসমূহে আয়, ব্যয় বিনিয়োগ, বরাদ্দ সহকারে এ ধরনের পরিকল্পনা করা হয়। মূলত দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রণীত হয় বলে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকে বার্ষিক পরিকল্পনাও বলা হয়।

গ উদ্দীপকে পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে যে ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিকল্পনা ১০-২০ বছর মেয়াদি হতে পারে। একে খণ্ডকালীন ও বার্ষিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল দীর্ঘমেয়াদে অর্জিত হয়। বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে 'ভিশন ২০২১' পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হচ্ছে ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হবে। এ পরিকল্পনটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানব সম্পদের উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার দেশকে ডিজিটাল করা, দারিদ্র্যমুক্ত করা, অসমতা হ্রাস, দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১০-২০২১ সাল অর্থাৎ ১২ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ৫ বছর থেকে ২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে পরিকল্পনার শ্রেণি বিভাগের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আমাদের দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে না।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা শুধু সম্পদের অভাব, বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা, জনগণের অসচেতনতা নয়, বরং এক্ষেত্রে আরও নানা সমস্যা লক্ষণীয়। সামাজিক পরিকল্পনা বিশ্বের সকল দেশেই গৃহীত হয়। তবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ তথা বাংলাদেশের মত দেশে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে কতগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর মধ্যে আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির জটিলতা সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের

Teachingbd24.com

দ্রুত পরিবর্তন, জনসংখ্যার আধিক্য, সঞ্চয় ও মূলধনের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জনগণের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অসচেতনতা বড় রকমের বাধার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নত করা লক্ষ্যে লক্ষ্যমাত্রা-২০২১ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সম্পদের অভাব, বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা, অসচেতনতার কারণে বাস্তবায়নে সমস্যা হবে বলে অনেকে মনে করেন। শুধু উক্ত সমস্যাগুলোই নয়, আরও অনেক সমস্যাই বাংলাদেশের মত দেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হয়। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, দেশপ্রেমের অভাব প্রভৃতি সমস্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বড় ধরনের সমস্যা।

পরিশেষে বলা যায়, নানামুখী জটিলতা ও সমস্যার কারণে সামাজিক পরিকল্পার সফল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে না।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ক' দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে এক নম্বর সমস্যা। অতিরিক্তি জনসংখ্যার চাপে দেশ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতাসহ বহুমুখী সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অধিক সংখ্যক জনসংখ্যার চাপে দেশ অনেক পিছিয়ে পড়ছে। তাই জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সরকার জনসংখ্যা নীতির স্লোগান দিয়েছে- দু'টি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সামাজিক নীতি কী? ১

খ. সামাজিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?. ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের সরকারের গৃহীত নীতিকে কী নীতি বলা যায়? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. 'ক' দেশের সরকারের এ ধরনের নীতি প্রণয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে যে নীতি প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক নীতি।

খ বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে সুশৃঙ্খল কর্ম পদ্ধতিকে সামাজিক পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক পরিকল্পনা। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, 'সামাজিক পরিকল্পনা হলো পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠন এবং যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনাকরণের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।' অর্থাৎ সামাজিক পরিকল্পনা হলো মানুষের স্বাভাবিক ও বা সহজাত প্রবণতার বাইরে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক দূরদর্শিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা। এরূপ দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন ব্যতীত মানুষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকে 'ক' দেশের সরকারের গৃহীত নীতিকে জনসংখ্যা নীতি বলা হয়।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারি সামাজিক নীতিই জনসংখ্যা নীতি। দেশের আয়তন ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখাই এ নীতির মূল্য উদ্দেশ্য।

'ক' দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে এক নম্বর সমস্যা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেশটি দরিদ্র, অশিক্ষা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতাসহ বহু সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে সরকার বহমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে সরকার নীতিটির শ্লোগান দিয়েছে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়' একটি হলে ভালো হয়। 'ক' দেশের সরকার জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় নীতিটি প্রণয়ন করেছে। জনসংখ্যা সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় নীতিটিকে জনসংখ্যা নীতি বলা হয়। তাই বলা যায়, 'ক' দেশটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেছে।

ঘ 'ক' দেশের সরকারের জনংখ্যা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে তা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে দেশের জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে রাখা যায়।

জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রজনন হার হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ নীতি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে সক্ষম দম্পতিরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ কর্মসূচি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনসংখ্যা নীতির আওতায় পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা হয়। এর ফলে ধনী-গরিব সকলেই এ সেবা লাভ করে। জনসংখ্যা নীতিতে মাতৃমৃত্যু হ্রাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ কর্মসূচি মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য তথ্য, কাউন্সিলিং ও প্রজনন সেবা প্রদান জনসংখ্যা নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের সেবা কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। মা ও শিশুর অপুষ্টি হ্রাস; পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের 'ক' দেশের সরকার জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে। এ নীতির প্রণয়নের ফলে দেশটির জনসংখ্যা সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। এর ফলে দেশটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলা করে দেশের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে 'ক' দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত জনসংখ্যা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২০ প্রফেসর শহিদুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও চারজন বিজ্ঞলোককে অন্তর্ভুক্ত করে সরকার মাদকাসক্তদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি সমাজের বিভিন্ন মানুষের মতামত নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে ও সরকারের কাছে রিপোর্টটি জমা দেয়। *[লক্ষীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৯; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষানীতি কখন প্রণীত হয়? ১

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের যেসব ধাপ বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'সামাজিক নীতি প্রণয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত নয়'— যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষানীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়।

খ পরিকল্পনা বলতে কোনো লক্ষ্য অর্জনের সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত কর্মপন্থাকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংহতভাবে বিস্তারিত ধারাবাহিক কার্যাবলির রূপরেখা অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্পসমূহ চিহ্নিত করাকে বোঝায়। এইচ. বি. ট্রেকারের মতে, পরিকল্পনা হলো সচেতন সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনার ধারণা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের বেশ কিছু ধাপ বিবৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে সামাজিক নীতি তৈরির জন্য প্রথমে মাদকাসক্ত সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়। যে কোনো নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপ এটি। মূলত বাস্তবভিত্তিক মতামত ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক নীতি প্রণয়নের সূত্রপাত হয়। সমস্যা বা প্রয়োজনই সমাজে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্র বা পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ হলো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় নীতি প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত কার্যকরী কমিটি গঠন করা। এ কমিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকারের মন্ত্রী, আমলা, এজেন্সি, এক্সিকিউটিভ, পরিকল্পনা বিভাগ থেকে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং যাদের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হবে সে শ্রেণির লোকজন ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে কমিটি গঠনের উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায়, একজন অধ্যাপক ও চারজন বিজ্ঞ লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্দীপকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত নিয়ে রিপোর্ট প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে যা নীতি প্রণয়নের অন্যতম ধাপ খসড়া নীতি প্রস্তুতকরণ এবং জনসমর্থনে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত মতামতের ওপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব আকারে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

ঘ সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন পড়ে যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায় না। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত নয়।

সামজিক নীতি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হলো নীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ। এই ধাপে নীতির আবশ্যকতা, সামাজিক বাস্তবতা, বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সমস্যা, আইনগত পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে কমিটি মতামত ব্যক্ত করে। এই মতামতের ওপর ভিত্তি করেই খসড়া নীতির রূপরেখা দাঁড় করানো হয়। কিন্তু উদ্দীপকে এই ধাপের কোনো বর্ণনা নেই। উদ্দীপকে আরো যে ধাপ অনুপস্থিত তা হলো খসড়া নীতি অনুমোদন ও বিধিবদ্ধকরণ। এক্ষেত্রে খসড়া নীতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হলে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষার পর সংশোধন বা পরিবর্তন সম্পন্ন হয়। এই ধাপ সম্পন্ন হবার পর নীতি বাস্তবায়নে জনসমর্থন ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দীপকে আরো যে ধাপটি অনুপস্থিত তা হলো পরীক্ষামূলক অনুশীলন। এই ধাপে অনুশীলনের মাধ্যমে নীতির প্রায়োগিক বিভিন্ন দিকের ওপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণের পর কোনো দোষত্রুটি দেখা দিলে পুনরায় তা পরিবর্তন বা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন রাষ্ট্র কর্তৃক পাওয়া যায় এবং কার্যকর অনুশীলনের মধ্যদিয়ে তা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হয়। সর্বোপরি, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতির মূল্যায়নও জরুরী যা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পরিচালনা করা প্রয়োজন। শেষোক্ত তিনটি ধাপই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত নয় উক্তিটি যৌক্তিক। কেননা একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়নের জন্য নীতি প্রণয়নের সবগুলো ধাপ মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা তা একটি আংশিক বা ব্যর্থ নীতিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১ চলতি বছর রহমান সাহেবকে তার ব্যবসায় অনেক লোকসান গুণতে হয়েছে। টানা কয়েকদিন হরতাল থাকার কারণে তার দোকানে এবার তেমন লোক সমাগম হয়নি। তাই তিনি ছুটির দিনগুলোতেও দোকান খোলা রেখেছেন। তবে তার বিক্রি আশানুরূপ হয়নি। শুধু তিনি নয়, তার মতো অন্য ব্যবসায়ীদেরও এবার লোকসান গুণতে হয়েছে।

[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সামাজিক নীতি কীসের ভিত্তিতে গৃহীত হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা কেন বাধা সৃষ্টি করে? ২

গ. রহমান সাহেবের ঘটনায় সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের কোন সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পারে না— বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে সামাজিক নীতি গৃহিত হয়।

খ জনগণ সামাজিক নীতির গুরুত্ব যথাযথভাবে না বোঝার কারণে তা বাস্তবায়নে জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর জনগণ দরিদ্র ও অসহায় অবস্থার কারণে প্রশিক্ষণ, কুশিক্ষা ও নিরক্ষতার অভিশাপে জর্জরিত। ফলে প্রশাসন অনেক সময়ই জনগণকে সচেতন করে তুলতে ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, শিক্ষাদান ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল এবং যথাযথ প্রচার প্রচারণার অভাবে সামাজিক নীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। এভাবে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা বাধার সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের ঘটনায় সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা প্রতিফলিত হয়েছে।

সামাজিক নীতি সামাজিক সমস্যা সমাধানের এবং সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাজনৈতিক সংকট, অস্থিতিশীল অবস্থা, শাসক গোষ্ঠী ও বিরোধী দলের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, রাজনৈতিক আদর্শগত দ্বন্দ্ব, রাজনেতিক সহিংসতা প্রভৃতির কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব ও তার মত ব্যবসায়ীরা হরতালের কারনে ব্যবসায় লোকসান গুনছেন। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংকট, অস্থিতিশীল অবস্থা, রাজনীতিবিদদের দায়িত্বজ্ঞান হীনতার কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। মূলত রাজনৈতিক নেতাদের দেশপ্রেমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ দেশের অর্থনীতি সামাজিক, সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করে। লাগাতার হরতাল, সংঘর্ষ, সহাবস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণে দেশের যেকোনো কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে দেশের উন্নয়নের জন্য অঙ্কিত সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে। রহমান সাহেবের ঘটনায় রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার স্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধতার কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়। নীতি নির্ধারকের অদূরদর্শিতা, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, বিশেষজ্ঞের অভাব, দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নকে দুরূহ করে তোলে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেবের ব্যবসায় লোকসান হয়েছে হরতালের কারণে। যা রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতিফলন। সামাজিক নীতি যথাযথ বাস্তবায়নে আরও অনেক কারণ রয়েছে। যেকোনো নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সে বিষয়ের উপর গবেষণা, পর্যালোচনা, জনগণের চাহিদা, সুযোগ এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি যাচাইপূর্বক বাস্তব জ্ঞান ও তথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু নীতি নির্ধারকদের এসব বিষয়ে গুরুত্বহীনতা ও দূরদর্শিতার অভাবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। অনেক

https://teachingbd24.com

সময়ই প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব, দক্ষজনবলের অভাব, প্রকৃত সমন্বয়হীনতা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অসচেতনতার অভাবের কারণে বাস্তবায়নে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় না। উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজনেতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ছাড়াও উক্ত বিষয়গুলো সামাজিক নীতির বাস্তবায়নকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শুধু রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয় না; বরং আলোচিত সমস্যাগুলোর সমন্বয়ে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২২

ছক ক	ছক খ
১. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা।	১. নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
২. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।	২. সক্ষম দম্পত্তিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
৩. সৃজনশীলতার বিকাশ ও জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।	৩. মা ও শিশুদের অপুষ্টি হ্রাস করা।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে? ১
খ. সামাজিক নীতি কেন প্রণয়ন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে "খ" ছকে বাংলাদেশ সরকারের কোন জাতীয় নীতির ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মননশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গঠনে উদ্দীপকে "ক" ছকে উল্লিখিত নীতিটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

খ সামাজিক নীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন করা।

সামাজিক নীতি জনগণের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও আচরণের প্রগতিশীল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিভিন্ন সামাজিক অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগ থেকে সমাজের জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। সমাজে জনগণের সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রকে নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'খ' ছকে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০১২ এর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাধারণত জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারি সামাজিক নীতিই জনসংখ্যানীতি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এই নীতি প্রণীত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে শিশু ও নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর কারণ হলো নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা। এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মহিলা প্রতি প্রজনন হার হ্রাস করা এবং সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এই নীতিতে। সেই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বের কথাও বলা হয়েছে।
উদ্দীপকের 'খ' ছকে দেওয়া আছে, নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মা ও শিশুদের অপুষ্টি হ্রাস করা। যা মূলত উপরে বর্ণিত জনসংখ্যা নীতিকেই ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'খ' ছকে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি হবে।

ঘ বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী, মননশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গঠনে উদ্দীপকে ছক 'ক' অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শিক্ষানীতির বিশ্লেষণে দেখা যায়, মৌলিক অধিকার হিসেবে দেশের সর্বস্তরে শিক্ষাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এর পাশাপাশি শিক্ষানীতি-২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন ঘটানো, যার ফলে তারা জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞানর্জনে সক্ষম হয়। এছাড়া শিক্ষা নীতিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ নীতিতে শিক্ষার কিছু স্তর লক্ষ করা যায়। যথা— প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি এ নীতির আওতায় নেওয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং কুসংস্কার দূর হবে। তারা যুক্তিবাদী, মননশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাশক্তি বিকশিত হওয়ার পাশপাশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।
উদ্দীপকে 'ক' ছকে দেওয়া আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে। সেই সাথে সৃজনশীলতার ও জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করে। এ তথ্যটি উপরোল্লিখিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ কে নির্দেশ করে, যা প্রশ্নে বর্ণিত বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী, মননশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক গঠনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মানবতার বিকাশ ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য মানসিকতা সম্পন্ন যুক্তিবাদী, নীতিবান, কুসংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ প্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সরকার ২০১০ সালে একটি জাতীয় নীতি গ্রহণ করেন। যেখানে মোট ২৮টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ নীতি প্রণয়নে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে মতামত নেওয়া হয়েছে। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল উল্লেখ কর। ১
খ. যুক্তরাষ্ট্রে সমাজকর্ম বিকাশের ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক নীতির কথা বলা হয়েছে? এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এ ধরনের সামাজিক নীতি প্রণয়নে একজন সমাজকর্মী কীভাবে অবদান রাখতে পারে? আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল হলো ১৯৭৩-১৯৭৮।

Teachingbd24.com

খ যুক্তরাষ্ট্রে সমাজকর্মের বিকাশে দান সংগঠন সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে দান সংগঠন সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো 'সমাজসেবা শিক্ষা কোর্স' চালু করা। ১৮৯৩ সালে এনা এল ডয়েস সমাজসেবায় পেশাগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ১৮৯৭ সালে ম্যারি রিচমন্ড 'Training school for Applied Philanthropy' প্রতিষ্ঠা করে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তীতে এটি 'নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' এ রূপান্তরিত হয়। ১৮৯১ সালে এই সমিতি Charities Review নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৯১০ সালে এ প্রক্রিয়াটি অন্যান্য পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে The Suervey নামে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সমাজকর্মের পেশাদারিত্বের বিকাশে এ পত্রিকা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

গ উদ্দীপকে ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। এ শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষানীতির কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষানীতি-২০১০ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিকে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা, দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা, চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন করা; জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য দূর করা; অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা, মানবাধিকারের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিটি ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে। মানবতার বিকাশ, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি, যুক্তিবাদী, নীতিবান ও অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক গড়ে তোলার জন্য নীতিটি প্রণয়ন করা হয়। নীতিটি মোট ২৮টি বিষয় আলোচনা করে থাকে। এসকল বৈশিষ্ট্য জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নীতিটি হলো জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০।

ঘ জাতীয় শিক্ষানীতির মতো সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সমাজের সামগ্রিক ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। সামাজিক নীতির অনুশীলন থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সামাজিক নীতি প্রণেতারা সমাজে যেসব আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দেয় তা বিশ্লেষণ ও সমস্যা অনুধাবন করে নীতি প্রণয়ন করেন। সমাজকর্মীরা এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সার্বিক অনুধাবনের পাশাপাশি সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অনুসন্ধান চালায়। এভাবে সমাজকর্মীরা সমস্যা বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক নীতির অনুশীলনে সমাজকর্মীরা প্রণীত নীতির সমস্যা চিহ্নিত করে। এর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন দিকের বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান পরিচালনা করে। সমাজকর্মীরা সমস্যা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক নীতি প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে। মূলত এসব সংগৃহীত তথ্যের আলোকে বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া একজন সমাজকর্মী নীতি প্রণয়ন কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসেবে মতামত ও কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর মুখ্য কাজ হলো প্রণীত নীতি বাস্তবে রূপদান করা। সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে কাজ সম্পাদিত হয়। সমাজকর্মী নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে জড়িত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সমাজকর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নীতিকে অধিক কার্যকরী করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রেশমি ফকিরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের বিদ্যালয়টি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। বর্তমানে তাদের বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হবে বলে শুনেছে। তার ভাই শিহাব তাদের স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়তে পারবে।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কবে পাস হয়? ১

খ. শিশু কারা? ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. 'সরকারের উক্ত নীতির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে'- কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ সালে পাস হয়।

খ রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যের ব্যক্তিকে শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়।

জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আইন অনুযায়ী শিশুকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী ষোল বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়। আবার জাতীয় শিশুনীতি-২০১০ অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু বলে গণ্য করা হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত হবে।

গ উদ্দীপকে সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এর প্রতিফলন দেখা যায়।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যক্রম একটি আপেক্ষিক বিষয়। তাই সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিক্ষানীতিগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০১০ সালের শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ রকম কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০১০- সালে প্রণীত শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদী, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে পূর্বের নীতির পরিমার্জন ও সংশোধনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষানীতিতে বেশ কিছু নীতির সংশোধন করা হয়। যার একটি দিক উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হতদরিদ্র রেশমি বাড়ির পাশে একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাই অষ্টম শ্রেণি পাসের পর সে কীভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে

Teachingbd24.com

এই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু শিক্ষানীতি-২০১০ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে যেসব বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তা এসএসসি পর্যায়ে উন্নীত করা। এ পদক্ষেপটির কারণে রেশমির মতো হাজারো হতদরিদ্র মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উল্লেখযোগ্য একটি দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদ্যমান।

শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষানীতির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হয়। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যক্রম আরও গতিশীল, সময়োপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, সহশিক্ষা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রেশমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী, যেটি পঞ্চম থেকে অষ্টমে উন্নীত করা হবে। শিহাব স্কুলে পড়ে, যেটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত নির্দেশ করে, কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হবে। এটি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর প্রতিফলন। এ নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দশম শেকে দ্বাদশে উন্নীত করার কথা বলা হয়। এছাড়াও এ নীতির অনেক গরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এতে শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার কথা বলা হয়। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল শিক্ষার কথা বলা হয়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও জীবন, বিভিন্ন সহশিক্ষার কার্যক্রমকে প্রসারিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌছে দিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অত্যন্ত যুগোপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ কে ভিত্তি ধরে ২০২১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১০০% করার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বরিশালের পলাশপুর বস্তিতে সাক্ষরতার হার খুবই নিম্ন। সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বরিশালের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিশেষ কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. শিল্পবিপ্লবের ব্যাপ্তিকাল কত? ১

খ. অশিক্ষাজনিত কারণে পলাশপুর বস্তিতে কোন কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে? ২

গ. সাক্ষরতার হার ১০০% করার লক্ষ্যে সরকার কোন কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নীতি প্রণয়ন করবে? ৩

ঘ. বরিশাল জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা যে বিশেষ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পবিপ্লবের ব্যাপ্তিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

খ অশিক্ষা সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

অশিক্ষিত মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। এ কারণে পলাশপুর বস্তিতে জনসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। অশিক্ষা দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। অশিক্ষার কারণে পলাশপুরে দারিদ্র্য দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি সেখানে বেকারত্ব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এই বেকারত্ব আবার নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে পারে। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন থাকে না। যার ফলে পলাশপুরে অপুষ্টি সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

গ সাক্ষরতার হার ১০০% করার লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করবে।

সামাজিক নীতির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাই সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক সকল দিক বিবেচনায় এনে জনগণের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে সাক্ষরতা হার ১০০% করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা সঠিকভারেব বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য সরকার প্রথমেই নীতি প্রণয়নের যৌক্তিক প্রয়োজন নির্ধারণ করবে। পরবর্তী ধাপে নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সরকার খসড়া নীতি প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নীতিটির নির্ধারিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবে। পরবর্তীধাপে নীতি প্রণয়ন কমিটি গৃহীত মতামতের ওপর ভিত্তি করে একটি খসড়া নীতি উপস্থাপন করবে। খসড়া নীতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নীতিটি অনুমোদন করবে। পরবর্তী ধাপে খসড়া নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এরপর সরকার খসড়া নীতি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সর্বশেষ ধাপে সরকার পরীক্ষামূলক অনুশীলনের ফলে প্রাপ্ত নীতির অনুমোদন করবে। এসকল ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করে সরকার উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিটি প্রণয়ন করবে।

ঘ সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সামাজিক পরিকল্পনা জনকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে অধিক ফলপ্রসূ করে তোলেন।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১০০% করার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বরিশালের পলাশপুর বস্তিতে সাক্ষরতার হার খুবই নিম্ন। সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বরিশালের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিশেষ কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। এ ধরনের বিশ্লেষণ পরিকল্পনাকে অধিক কার্যকরী করে তুলবে। এছাড়া অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী পরিকল্পনায় সম্পদ সংস্থানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করবেন। সেই সাথে পরিকল্পনার একাধিক বা বিকল্প কার্যধারা চিহ্নিত করতে সুনির্দিষ্ট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে সামাজিক বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রেখে বাছাইকৃত বিভিন্ন বিকল্প কর্মকাণ্ডে সুবিধা-অসুবিধা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। জনগণকে উক্ত পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি করে সমাজকর্মী পরিকল্পনা

Teachingbd24.com

বাস্তবায়নকে সফল করতে পারেন। পরিকল্পনাটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধনের দরকার হলে সমাজকর্মী তা সরকার ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নিবেন।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্যে পরিকল্পনার সার্থকতা নিহিত। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একজন সক্রিয় সদস্য হিসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাতারে পৌছে গেছে। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করছে। এক্ষেত্রে তাদের সামনে কিছু বাধাও আসছে। যেমন—অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, সঞ্চয়ের অভাব, বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থানের অভাব, নির্ভরশীল জনসংখ্যা ইত্যাদি। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. নীতি কী? ১

খ. সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার কোন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে? এর শ্রেণিবিভাগ লিখ। ৩

ঘ. বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাধাগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি হলো কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথ নির্দেশিকা।

খ সামাজিক নীতি একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া; যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য হলো এটি সাধারণত মানবীয় প্রয়োজন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট। সামাজিক নীতি বাস্তব তথ্যনির্ভর, উন্নয়নের মাইলফলক, যৌক্তিক ও ন্যায় সংগত এবং কমূর্সচি বাস্তবায়নের প্রদর্শক। এজন্য সামাজিক নীতিকে সামাজিক উন্নয়নের অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদশে সরকার সামাজিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে যে সকল পরিকল্পনাগুলো গৃহীত হয় সেগুলা মূলত উন্নয়নমূলক বা কল্যাণমূলক পরিকল্পনা। সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বার্ষিক পরিকল্পনা, গণবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাগুলো সময়ের ভিত্তিতে বা বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছে। এ ধরনের পরিকল্পনার নানা শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান। যে পরিকল্পনা ১ বছর বা এর চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রণীত হয় তা বার্ষিক পরিকল্পনা। বার্ষিক পরিকল্পনার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাজেট। আবার সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলা হয়। এ পরিকল্পনাগুলোকে সরকারের যেকোনো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি বলা হয়। অন্য একটি পরিকল্পনা হচ্ছে প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনা সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ভিশন ২০২১ একটি প্রেক্ষিত তা স্থায়ী পরিকল্পনার উদাহরণ। উক্ত পরিকল্পনাগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দীপকে নির্দেশিত বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

ঘ বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, মূলধনের প্রভাব, বেকারত্ব প্রভৃতিসহ নানা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যা দেখা যায়। যেমন— যেকোনো সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জনগণের অনুভূত প্রয়োজনগুলো বিবেচনা না করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে জনগণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা না করে বিপক্ষ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে হয়। এগুলোর ঘাটতির কারণেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক জটিলতা, মনিটরিং ও যথাযথ তত্ত্বাবধানের দুর্বলতা, দাতা সংস্থার গাফিলতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও কারিগরি সহায়তার অভাবেও বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে কিছু বাধাকে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা, মূলধনের অভাব, সঞ্চয়ের অভাব, বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা, প্রবল বেকারত্ব প্রভৃতি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। এছাড়া অজ্ঞ, নিরক্ষর, অসচেতন জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড় বাধা।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা সরকার ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দূর করে যথার্থ বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মীমদের এলাকায় সরকার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্থাপন করছে। প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের নীতির অংশ এটি। তাদের এলাকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা কাজ করছেন। *[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বর্তমান শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তর কোনটি? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের উক্ত নীতির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

খ সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ১৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ সাফির ইংরেজি ভার্সনের ছাত্র। সাফিরের স্কুলটি ভাড়া বাড়িতে ক্লাস করে। তাদের কোনো খেলার মাঠ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। সাফির স্কুলে যেতে চায় না। তার মা-বাবা তাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য চাপ দিলে সাফির অসুস্থ হয়ে যায়। *[সরকারি করম রসুল কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মাধ্যমিক শিক্ষা কোন শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাফিরের স্কুলটি বর্তমান শিক্ষানীতির কোন বিষয়টি লঙ্ঘন করেছে? দেখাও। ৩

ঘ. শিশুদের মেধার সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে উক্ত শিক্ষা নীতির আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে — কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

খ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে ১০-২০ বছর ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদাহরণ হিসেবে 'ভিশন-২০২১' এর উল্লেখ করা যায়। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অসমতা হ্রাস এবং সামাজিক বঞ্চনা হতে জনগণকে রক্ষা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে সাফিরের স্কুলটি বর্তমান শিক্ষানীতির অন্যতম আলোচিত বিষয় শিশুর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলার মধ্যে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা রাখা নীতিটি লঙ্ঘন করেছে।

মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের মর্মার্থ করা শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে সাফিরের স্কুলটি ভাড়া বাড়িতে হওয়ায় সেখানে কোনো খেলার মাঠ নেই। পড়ার অতিরিক্ত চাপ সাফির অসুস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ যা বর্তমান শিক্ষানীতির লঙ্ঘন।

ঘ শিশুর মেধার সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে উক্ত শিক্ষানীতি অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— কথাটি যথার্থ।

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। এটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। কারণ জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা, যে কারণে সরকার বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোরদার করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে- মানসিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা; কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা; শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তৃত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা; শিক্ষার্থীর মনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা; শিক্ষান্তরে আদিবাসীগণ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর করা হয়েছে। শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬ + বয়সে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়া সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন- উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা, দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। প্রতিবন্ধী শিশুর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্দীপকে সাফির স্কুলটি ভাড়া বাড়িতে ক্লাস করায়। কিন্তু বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীর সুরক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে যা সাফির বিদ্যালয়ে নেই। তবে বর্তমান শিক্ষানীতিতে এ বিষয়টি ছাড়াও উপরে বর্ণিত দিকগুলোও রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব পিন্টু বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি মৎস্য খামার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এজন্য তিনি একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেন যার মেয়াদ হবে ০৫ বছর, পরবর্তীতে তা বাড়তে পারে। এরপর এ প্রকল্পের কতজন শ্রমিক, কতজন বিশেষজ্ঞ লাগবে, তাদের বেতন-ভাতা বাবদ কত ব্যয়, প্রকল্প থেকে কত আয় হবে ইত্যাদি সম্বলিত একটি প্রস্তাব নিয়ে একটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করার পর ব্যাংকটিও তার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং যাবতীয় বিবেচনা করে ঋণ দিতে সম্মত হলো। কিছুদিন পর দেখা গেল তার প্রকল্পটি বেশ লাভবান হচ্ছে। *[কেনী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ কত দিনের হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পিন্টুর কর্মপ্রক্রিয়াটি 'নীতি না পরিকল্পনা'—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা বেশি' যুক্তি দেখাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য করা হয়।

খ সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে পিন্টুর কর্মপ্রক্রিয়াটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়। অদূর ভবিষ্যতের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দীর্ঘমেয়াদি পটভূমিতে এই পরিকল্পনা তৈরি হয়। এজন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য (Target) বিভিন্ন খাতে বিভক্ত করা হয়। যেমন— বাংলাদেশে ১৯৯০-২০১০ মেয়াদের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বিশ বছর মেয়াদি এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে পিন্টু তার মাছের খামারের জন্য ০৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। এই পরিকল্পনাকে তিনি শ্রমিকের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ সংখ্যা, বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয়, প্রকল্প থেকে আয় এরকম বিভিন্ন খাতে বিভক্ত করেন; যা দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অনুরূপ।

ঘ আমার মতে, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা বেশি।

সাধারণত কোনো দেশে স্বল্প সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রণীত হয়। যেমন— বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে যে ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ ধরনের পরিকল্পনা ৫ বছর থেকে উর্ধ্বে ২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার হচ্ছে পরিকল্পনা। এটি একটি সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিকল্পনা অল্প সময়ের জন্য গ্রহণ করা হলে অনেকক্ষেত্রেই এর ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং আশানুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে পরিকল্পনার একটি আদর্শ চিত্র পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার চাইতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৩০ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যেসব পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে 'চাকরি পুনর্বাসন' অন্যতম। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা বিভাগ টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করেছে। কেন্দ্রটি সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এখানে ৫০ জনের প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। *[গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পরিকল্পনাকে কাজের কী বলা হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থাটি সামাজিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ায় কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিকল্পনাকে কার্য সম্পাদনের পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয়।

খ সামাজিক নীতি (Social Policy) হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন- শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে 'চাকরি পুনর্বাসন' কেন্দ্রটি সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে পরিচালিত হওয়ায় এ উদ্যোগ সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

সামাজিক নীতি বলতে সমাজের উন্নয়ন এবং বৃহত্তর কল্যাণকে সামনে রেখে প্রণীত নীতিকে বোঝায়। সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক সেবা প্রদান বা সামাজিক সমস্যার সমাধান বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা বিধানে যেসব নীতি প্রণয়ন করা হয় তাকেই সামাজিক নীতি বলা হয়। সামাজিক নীতি বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম 'চাকরি পুনর্বাসন'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা বিভাগ কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সরকারের এ ধরনের নানা উদ্যোগ সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নীতি সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হিসেবে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ সাধন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নিরসন, কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক অসমতা দূরীকরণ ও সামাজিক বিধান প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর সামাজিক নীতি সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপকের দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষম করে তুললে দারিদ্র্য এবং সামাজিক অসমতা হ্রাস পাবে। আর এসব কার্যক্রম পরিচালনা সামাজিক নীতির অংশ। এ কারণে উদ্দীপকের উদ্যোগটি সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটি অর্থাৎ 'চাকরি পুনর্বাসন' সামাজিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ায় কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক নীতি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য প্রণীত হয়। এটি একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত রয়েছে বিভিন্ন তথ্য ভান্ডার, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা। এ নীতিতে সমাজের প্রতিটি জনগণের কল্যাণের বিষয় সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক নীতির কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক, দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত নীতি, জন অংশগ্রহণমূলক, বাস্তব তথ্যনির্ভর, উন্নয়নের মাইলফলক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের 'চাকরি পুনর্বাসন' কেন্দ্রে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এখানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সহায়তা করে এবং সমাজসেবা বিভাগ কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এতে জনগণের অংশগ্রহণ রয়েছে এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ সংস্থাটি এ নীতিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে।

উপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়। যেহেতু সামাজিক নীতি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়, তাই এ নীতি অবলম্বন করে সংস্থাটি অগ্রসর হওয়ায় কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে।

Teachingbd24.com